চিনের অর্থনীতিকে ধ্বংস করতে ‘তিব্বত তাস’ খেলা হল

প্রবীর ঘোষ

২০০৮ আগস্টে বসতে চলেছে বেজিং অলিম্পিকের আসর। পৃথিবীর সবচেয়ে বর্ণময়, সবচেয়ে ব্যয়সাপেক্ষ খেলার আসর। আসর বসাতে সম্ভাব্য খরচ ভারতের মতো একটা দেশের সামগ্রিক সরকারি বাজেট।

আসর জমজমাট করে বসাতে পারলে টিভি প্রচার শর্ত থেকে এবং বিভিন্ন খাতে মোট সম্ভাব্য আয়, ব্যয়ের দেড়গুণ তো বটেই। কোনও কারণে অলিম্পিকের আসরকে যদি ভেস্তে দেওয়া যায়, বর্ণহীন করে দেওয়া যায় তবে চিনের অর্থনীতিতে একটা বিশাল ধাক্কা দেওয়া যায়। এজন্য প্রয়োজন একটা ইস্যুকে কেন্দ্র করে অলিম্পিক বয়কটকারী দেশের তালিকা দীর্ঘ করা। তার মধ্যে ক্রীড়াজগতের সুপারস্টার দেশগুলোকে এককাট্টা করতে পারলে চিনের অর্থনীতিকে পেড়ে ফেলা যায়।

প্রতিপক্ষ যখন আমেরিকা

প্রতিপক্ষ যদি আমেরিকা হয়, তবে চিনের পক্ষে টক্কর দেওয়াটাও কঠিন হতে বাধ্য। চিন ক্রমশই অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে আমেরিকার অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। বিশ্বজুড়েই চিনের তৈরি ইলেকট্রিকাল গুড্‌স বাজার দখল করেই চলেছে। এটা আমেরিকার মাথা ব্যথা ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট। বেজিং অলিম্পিকের দায়িত্ব চিন পাওয়ার পর আমেরিকা স্পষ্টতই বুঝে গেছে এই অলিম্পিক সাফল্যের মুখ দেখলে চিনের অর্থনীতি আরও শক্তি অর্জন করবে। ব্যর্থ হলে চিনের অর্থনীতিই ধ্বংস হয়ে যাবে। অতএব, কিছু করো, করে দেখাও।

তিব্বতের তাস-ই পারে...

‘‘তিব্বত নিয়ে বিশ্ব জুড়ে একটা গোলমাল পাকিয়ে তুলে অলিম্পিককে কোণঠাসা করো’’ –এই নীতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমেরিকা। উপযুক্ত দোসর হিসেবে ভারতকে পেয়ে গেল। কীভাবে কী করতে হবে, দলাই লামাকে বোঝাতে ‘হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালা’-য় এলেন ন্যান্সি পেলোসি। ন্যান্সি পেলোসি (Nancy Peolosi) হলেন ইউনাইটেড স্টেটসের হাউজ স্পিকার। তিনি তাঁর সাম্প্রতিক ভারত সফরকালে ভারত সরকার ও ‘জীবন্ত ভগবান,’, ‘জন্মান্তরিত বুদ্ধ’ দলাই লামার সঙ্গে কিছু গোপন মত বিনিময় করেন।

শুরু হয়ে গেল স্বাধীন তিব্বতের দাবিতে পৃথিবী জুড়ে প্রচারমাধ্যমের রমরমা। সাড়া পড়ে গেল। অলিম্পিক থেকে নাম প্রত্যাহারের চিত্রনাট্য ও ক্ষেত্র তৈরি হলো।

লড়াই স্বাধীনতার জন্য

লড়াইটা প্রধানত হচ্ছে ভারতে। বিশেষ করে দিল্লিতে। বড় বড় রঙিন পোস্টার, শরীরের বিভিন্ন অংশে ট্যাটু আঁকা, কপালে রুমাল বা স্বাধীন তিব্বতের পতাকা নিয়ে দিল্লির রাজপথে আন্দোলনে নেমেছেন ভারতে বসবাসকারী তিব্বতীরা। এরা সবাই দলাই লামার ভরত - শিষ্য। এঁদের হিংস্রতা দেখতে দেখতে কারও যদি মনে হয়, এরা বুদ্ধের বাণীতে অবিশ্বাসী কিছু ভাড়াটে আন্দোলনকারী— তাতে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। ওরা স্বাধীন তিব্বতের দাবিতে একটু বেশিরকম সোচ্চার। এরা সবাই কি তিব্বতি শরণার্থী? আমাদের দেশের অতিথি? শরণার্থী, বিদেশী অতিথি হলে ভারতের ‘বন্ধু দেশ’ চিনের বিরুদ্ধে ওরা এমন সোচ্চার রাজনীতি করার অধিকার ও সাহস পায় কোথা থেকে? বাংলাদেশের লেখিকা তসলিমা আমাদের দেশের শরণার্থী ছিলেন এই বছর-ই। বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় তসলিমাকে সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন—মদ থেকে চিতল মাছের মুইঠা খেতে পারেন, কিন্তু কোনও রাজনীতি করতে যাবেন না। আপনার ইচ্ছে মতো মানুষজনের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। আমরা অনুমতি দিলে তবেই আমাদের হাজির করা লোকটির সঙ্গে দেখা করতে পারবেন।

ভারত সরকার শরণার্থী নীতির ক্ষেত্রে এমন স্ববিরোধী কেন? ইউ. এস. -এর স্পিকার ন্যাসি পেলোসি তবে কি ভারত সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা নিয়েই দলাই লামার সঙ্গে তিব্বতের স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার করার পরিকল্পনা করেছিলেন?

দলাই লামা আন্দেলনে জল ঢাললেন

তিব্বতের স্বাধীনতা আন্দোলন যখন এদেশে জোরদার ভাবে চলছে, সিকিম, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর, অরুণাচল ইত্যাদি অঞ্চল থেকে মঙ্গোলিয় চেহারার মানুষদের প্লেনে - ট্রেনে - বাসে হাজির করার কাজে প্রশাসন ব্যস্ত, ঠিক তখন বেয়াড়া, বেফাঁস কথা মিডিয়ার সামনে বার বার বলে গেলেন দলাই লামা। জানালেন, আমি তিব্বতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেই। **আমি চাই তিব্বত স্বশাসিত অঞ্চলের স্বীকৃতি পাক।** আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন চললে আমি পদত্যাগ করবো।

খুব খারাপ লাগছে এটা ভাবতে যে তিব্বতের নির্বাসিত সরকারের সর্বময়কর্তা ভগবান দলাই লামা জানেন না যে, তিব্বত চিনের একটি স্বশাসিত অঞ্চল। তিব্বত ছাড়াও চিনে আরও চারটি স্বশাসিত অঞ্চল আছে।

হে দলাই লামা, ওরফে ভগবান বুদ্ধ, আপনি তো মিডি-য়া বা ইন্টারনেটের সাহায্য না নিয়ে আপনার অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাতেই জেনে নিতে পারতেন স্বশাসন চালু থাকার খবরটা। কী কেলেঙ্কারি কান্ড! যুক্তিবাদী মানুষরা এরপর আপনার ভগবানত্ব নিয়ে টানাটানি না করেন!

তিব্বত রহস্য

হঠাৎ করে দেখলাম সম্প্রতি কিছু কিছু বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা তিব্বতের স্বাধীনতার পক্ষে টিভি-বুমের সামনে জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখছেন। তিব্বতকে যে চিন গায়ের জোরে দখল করে রেখেছে— এসব খবর তাদের বক্তব্যে জানতে পারলাম।

এসবে তিব্বত নিয়ে আরও রহস্য ঘনীভূত হলো। চিন তিব্বতকে কত বছর হলো দখল করে রেখেছে? ভারত এ বিষয়ে তিব্বতের স্বাধীনতাকামীদের পাশে কত বছর ধরে আছে? তিব্বতের সরকার চিনের কমিউনিস্ট পার্টি শাসিত একটা রাজ্য? নাকি দলাই লামার সরকার শাসিত একটা স্বাধীন দেশ? তিব্বতের রাজধানী লাসা? নাকি ধর্মশালা? এমন বহু প্রশ্ন উঠে আসতে বাধ্য। উত্তর কী?

উত্তরের খোঁজে

পর্বত ও মালভূমিতে ঘেরা দুর্গম উচ্চতায় তিব্বত ছিল সভ্যতার ছোঁয়া বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা অঞ্চল। তিব্বত সুদীর্ঘ কাল ছিল মঙ্গোলিয় রাজার অধীন।

তিব্বতবাসীদের মধ্যে মহাযানপন্থী বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। বৌদ্ধধর্মের প্রধান দুটি ভাগ। এক : হীনযানপন্থী, দুই : মহাযানপন্থী। হীনযানপন্থীরা বুদ্ধের মূল চার সিদ্ধান্তে বিশ্বাসী। সিদ্ধান্তগুলো হল (এক) ঈশ্বরের কোনও অস্তিত্ব নেই, (দুই) আত্মা 'অনিত্য' বা মরণশীল, (তিন) কোনও ধর্মগ্রন্থের কথাই স্বতঃপ্রমাণ বা চূড়ান্ত সত্য নয়, (চার) 'জীবন - প্রবাহ' সত্য। একটা প্রদীপ শিখা থেকে যেমন আগুন দ্বিতীয় শিখায় প্রবাহিত হয়, তেমনই একটি জীবন থেকে আরও জীবনের সৃষ্টি হয়। এই জীবন - প্রবাহ হিন্দুধর্মের 'জন্মান্তরবাদ' নয়। জন্মান্তরবাদ অসত্য, কারণ আত্মা মরণশীল।

মহাযানপন্থীরা নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধকে ঈশ্বর বানিয়ে পুজো করে শুরু করলেন। জন্মান্তরে অবিশ্বাসী বুদ্ধকে নিয়ে জন্মান্তরের নানা গপ্পো ফাঁদলেন। এ হল হিন্দুধর্মের সংস্পর্শে আসার ফল। এরই সঙ্গে যুক্ত হল 'তন্ত্র - সাধনা'। 'তন্ত্র - সাধনা' হিন্দুতন্ত্রেরই প্রোডাক্ট।

মহাযানপন্থীদের একটি প্রামাণ্যগ্রন্থ 'প্রজ্ঞোপায় বিনিশ্চয়সিদ্ধি'। গ্রন্থটিতে আছে পঞ্চ ম'কার সাধনার নির্দেশ। মৈথুনই হল তন্ত্রসাধনার মূল অনুষঙ্গ। মৈথুনই হল চূড়ান্ত সিদ্ধির পথ।

তিব্বতের এক বৌদ্ধ ধর্মগুরু ছিলেন সোনাম গ্যাটসো। তিনি ১৫৭৮ সালে তিব্বতের অধিপতি মঙ্গোলিয়ার রাজা আলতান খাঁ-র দরবারে যান। রাজা তাঁর পরিবার ও অমাত্যবর্গসহ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। রাজাই সোনাম -কে 'দলাই লামা' উপাধি দেন। 'দলাই' শব্দের অর্থ 'সমুদ্র'। সোনাম গ্যাটসোর অনুরোধে সোনামের দুই পূর্বসূরী ধর্মগুরুকেও রাজা 'দলাই লামা' উপাধিতে ভূষিত করেন। ফলে সোনাম গ্যাটসো হল তৃতীয় দলাই লামা।

১৯৬২ সালে সেই সময়কার তিব্বত অধিপতি মঙ্গোলিয়ার রাজা ওরসি খাঁ লামাদের যৌথ ধর্মীয় নেতৃত্ব কেড়ে নেন। ঘোষণা করেন, বর্তমান যিনি পঞ্চম 'দলাই লামা'। তিনিই হলেন প্রধান ধর্মগুরু।

গুরসি খাঁ-র মৃত্যুর পর তিব্বতের উপর মঙ্গোলিয়ার রাজ বংশধরদের তেমন নজর ছিল না। ফলে তিব্বতের মানুষের কাছে 'রাজা' পদটি আলঙ্কারিক হয়ে ওঠে। দলাই লামারাই হয়ে ওঠেন তিব্বতের ধর্মগুরু।

যে ভাবে 'দলাই লামা' বাছা হতো, সে পদ্ধতিও খুব মজার। পঞ্চম দলাই লামার মৃত্যুর পর থেকে বর্তমান দলাই লামা পর্যন্ত এই একই মজার নিয়ম মানা হয়েছে। রাজাই নাকি প্রথম অলৌকিক প্রত্যাদেশ পান—মৃত দলাই লামা এবার কোথায় জন্মালেন। বর্তমান দলাই লামা অর্থাৎ চতুর্দশ দলাই লামাকেও এভাবেই খুঁজে পাওয়া। বর্তমান দলাই লামা জন্মেছিলেন ত্রয়োদশ দলাই লামার মৃত্যুর পর। ১৯৩৯ -এর গোড়ায় অনুসন্ধানকারী দল শিশুটিকে ও তার পরিবারবর্গকে নিয়ে রাজধানী লাসার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। এই দলে ছিলেন চারজন লামা, একজন উঁচু পদের রাজকর্মচারী ও ডজন দুয়েক চাকর - বাকর।

১৯৪০ -এর চিনা নববর্ষে চতুর্দশ দলাই লামার অভিষেক হলো। রাজার স্বীকৃতিপত্রে স্বীকার করে নেওয়া হল - ইনিই গৌতম বুদ্ধ, বারবার নবকলেবরে ফিরে এসেছেন তিব্বতবাসীদের উদ্ধার করতে। ইনিই ভগবান। যে গৌতমবুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না, জন্মান্তরে বিশ্বাস করতেন না, সেই গৌতমবুদ্ধের নাম ভাঙিয়ে উল্টো তত্ত্ব হাজির করা হয়।

চতুর্দশ দলাই লামাকে অভিষেকের সময় রাজা আজ্ঞায় বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করা হয়। যেমন— 'অখন্ডজ্ঞানী', 'সব দুঃখের পরিত্রাতা', 'সর্বোত্তম', 'করুণাময়', 'পবিত্রতম', 'সর্বরোগ পরিত্রাতা', 'বিশ্বনিয়ন্তা'।

দলাই লামা বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তিনি শুধু জন্মান্তরিত বুদ্ধ নন, অবলোকিতেশ্বরেরও অংশ। অবলোকিতেশ্বর হলো অর্ধনারীশ্বর, আধা তারা ও আধা শিবের অংশ।

ভালই চলছিল দলাই লামা ও রাজার মিলিজুলি রাজত্ব। তিব্বতের দুর্গমতার জন্য মঙ্গোলিয়ার রাজারা তিব্বতে তেমন নজর দিতেন না। তবে প্রায়ই নজরানা পাঠাতেন প্রধান ধর্মগুরু দলাই লামাকে। এক রাজাকে দেখে অন্য রাজারাও হিরে - মণি - মুক্তো - স্বর্ণমুদ্রা পাঠাতেন নানা সমস্যা ও অসুখ থেকে মুক্তি পেতে। দলাই লামার কোষাগার একটু একটু করে কুবেরের কোষাগার হয়ে উঠেছিল। তিব্বতে যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ, স্কুল নেই, হাসপাতাল নেই, ডাক ব্যবস্থা নেই, শিল্প নেই, বাণিজ্য নেই, উৎপাদন নেই, প্রশাসন নেই, তাই অফিস-কাছারি নেই। আছেন শুধু জীবন্ত ভগবান দলাই লামা। তাঁর স্কুলিং - ভক্তরা ভাবনা - চিন্তার ক্ষমতা হারানো চাকর - বাকর। কোনও সৃষ্টি ও উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের সামান্যতম যোগ নেই। তিব্বতের উন্নতির জন্য তারা কোড়ও কুটোটি না নেড়ে শুধুই জপ করে গেছে এক বীজ মন্ত্র 'ওঁ মণিপদ্মে হুম'। 'মণিপদ্মে' শব্দের অর্থ এতই অশ্লীল যে কল সরছে না। পাঠক - পাঠিকাদের কাছে মার্জনা চেয়ে জানাচ্ছি, অর্থটি যৌনক্রিয়ারই বর্ণনা।

ভক্তদের অসুখ হলে দলাই লামা তাদের রোগ মুক্তির জন্য খেতে দিতেন নিজের শুকনো বিষ্ঠা। নিজে অসুস্থ হলে আধুনিক চিকিৎসার সাহায্য নিতেন ভগবান দলাই লামা।

সুখেই চলছিল তিব্বতের মানুষদের বোকা বাড়িয়ে রেখে বুদ্ধ ও অবলোকিতেশ্বরের ধর্মরাজ্য। গোলমাল পাকালো চিনের কমিউনিস্ট সরকার। তিব্বতে লামাদের শাসনের অবসান ঘটিয়ে এবং রাজতন্ত্রের আলঙ্কারিক ব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটিয়ে কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হয় ১৯৫৩ সালে। ইউ. এন. ও. মেনে নিয়েছে তিব্বত চিনের অংশ। ভারতও মেনে নিয়েছে— তিব্বত চিনেরই অংশ। ১৯৫৪ সালে পঞ্চশীল চুক্তিতে স্পষ্টভাবে ভারত মেনে নেয় তিব্বত চিনেরই।

গত শতকের পাঁচের দশকের শেষ ভাগে সোভিয়েত রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে ভারত। রাশিয়া তখন ভারতের অভিভাবক। চিনের সঙ্গে রাশিয়ার চলছে জোর ঠান্ডাযুদ্ধ। রাশিয়ার কথায় ভারত নাক গলালো তিব্বতে। চিন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে লামাদের উৎসাহিত করলো। ১৯৫৯ সালে লামাদের বিদ্রোহ দমন করে চিন সরকার। দলাই লামা এক লক্ষের বেশি ভক্তদের নিয়ে চলে আসেন ভারতে। সঙ্গে আনতে পেরেছিলেন ৮০ বস্তা রত্ন ও স্বর্ণমুদ্রা। তখন ভগবানের বয়স ২৩ বছর।

'বিশ্বনিয়ন্তা তিব্বতি জনগণের পরিত্রাতা কেন নিয়ন্ত্রণ হারালেন তাঁর লীলাক্ষেত্র তিব্বতের উপর থেকে? দলাই লামার এই পালিয়ে আসা কি প্রমাণ করে না যে, তিনি এত দিন ভগবান সেজে তিব্বতবাসীদের প্রতারিত করেছেন?

ভারতবাসীদের ভাবাবেগকে উস্কে দিল মিডিয়াগুলো। আর মিডিয়াগুলোকে এই কাজে চালিত করলেন সেই সময়কার ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু। চিনের বিরুদ্ধে আমরা দেখলাম দেশবাসীর গণউন্মাদনা। দিল্লির চিনা দূতবাস থেকে বিভিন্ন রাজ্যের রাজনীতিতে অবস্থিত কন্‌সোলেট অফিসে আছড়ে পড়তে লাগলো এই বিক্ষোভ। বম্বের কন্‌সোলেট অফিসের

দেওয়ালে সাঁটা মাও জে দং - এর পোস্টারে পচা ডিম ও পচা টমেটো ছুঁড়ে দলাই লামার প্রতি অদ্ভুত এক সমর্থন জানাল উন্মত্ত জনতা।

এক লক্ষ শরণার্থী সহ দলাই লামাকে দেশের অতিথি হিসেবে ভারত গ্রহণ করলো। অতিথিদের রাজার হালে রাখার দায় - দায়িত্ব নিল ভারত সরকার। আমাদের ট্যাক্সের টাকায় আজ পঞ্চাশ বছর হলো বর্ধিত সংখ্যার তিব্বতিদের খরচ জুগিয়ে চলেছে ভারত সরকার। দলাই লামাকে ভারতে নির্বাসিত সরকার গঠনের অনুমতি দিলেন নেহরু। হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায় তিব্বতের রাজধানী করে কাজ চালাচ্ছেন দলাই লামা।

'পঞ্চশীল চুক্তি' থেকে বেরিয়ে আসা ১৯৫৯ সালে নেহরুর পক্ষে সম্ভব হয়নি। আজ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর পক্ষেও এই চুক্তিকে মানি না বলাটা অসম্ভব।

রাশিয়ার কথায় নেচে নেহরু প্রচুর জল ঘোলা করলেন। ১৯৬২ -তে চিনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে বুঝলেন, নিজের শক্তি - সামর্থ্য ঠিক মত পরিমাপ না করে রাশিয়ার ভরসায় যুদ্ধ করে খুব ভল করেছেন। এই যুদ্ধ ছিল একতরাভাবে ভারতীয় সেনাদের পশ্চাত অপসারণের ইতিহাস। দলাই লামাকে নিয়ে চিনকে অস্বস্তিতে ফেলার চেষ্টা করতে গিয়ে সেদিন বিশাল মূল্য দিতে হয়েছিল ভারতকে। ২০০৮ সালে আমেরিকার কথায় নেচে চিনের অর্থনীতিতে ধাক্কা দিতে গিয়ে আবার বিশাল মূল্য চুকাতে হবে না তো?

আমরা ঘর পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরাই।

তিব্বত এখন কেমন

তিব্বত এখন দ্রুত পাল্টে গেছে যে মনে হয় গল্পকথা। স্কুল, কলেজ, আধুনিক হাসপাতাল, সিনেমা হল, শপিংমল— কী নেই! ঝাঁ চক্‌চকে তিব্বত দেখলে অবাক হতে হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নতির স্পষ্ট চিত্র তিব্বত জুড়ে। ট্রেন, প্লেন সবই এখন তিব্বতের পিঠে জুড়ে দিয়েছে উন্নতির ডানা।

তিব্বতবাসীরা এখন আর অন্ধকার যুগের মানুষ নন। আলোকিত, উজ্জ্বল, প্রাণোচ্ছল মানুষ।

আমেরিকা ও তার সহায়ক শক্তির শত চেষ্টাতেও ধ্বংসাত্মক আন্দোলন তিব্বতে দাঁত ফোটাতে পারেনি। ভাড়াটে আন্দোলনকারীরা গেরিলা কায়দায় বড় বড় বাণিজ্যিক কেন্দ্রে ভাঙচোর করেছে, আগুন লাগিয়েছে। এইসব সন্ত্রাসবাদীদের কড়া হাতে দমন করেছে তিব্বতের পুলিশ। জনা পনেরো সন্ত্রাসবাদী পুলিশের গুলিতে মারা গেছে।

প্রতি বছর কাশ্মীরে হাজার হাজার কাশ্মীরীদের গুলি করে মারছে ভারতীয় সেনারা। যারা মারছেন তাঁরা কেউই পাকিস্তানের 'চর' নয়। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর সমস্ত রকম প্রতিবাদ, ডেপুটেশনকে ফুৎকার উড়িয়ে দিয়ে ভারত সরকার বলছে—ওসবে কান দেবেন না, সব মিথ্যে।

আমাদের বিবেক কি যুক্তিবোধ ও নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিয়েছে? দেয়নি, তাই তো এইসব যুক্তি মর্যাদা পাচ্ছে আজও। এটা বড়ই আশার কথা।

তিব্বতে আছি, সিকিমে নেই, গোর্খাল্যান্ডে নেই

এদের তামাম মিডিয়াগুলো তিব্বতকে স্বাধীন করতে আদা - জল খেয়ে লেগে পড়ছে। ''একী হচ্ছে? একটা স্বাধীন দেশকে চিন দখল করে রেখে দেবে সামরিক শক্তির জোরে? আমরা ভারতীয়রা সত্যের পূজারী। এমন জোর করে দখলে রাখার নীতি মানতে পারি না। তিব্বত আইনি ভাবে চিনের অংশ হলেও না।''

ভারতে দিকে তাকান, নিরপেক্ষতার সঙ্গে তাকান। আমাদের দেশের সংবিধানের 1(3)(C) অনুচ্ছেদে পরিষ্কার বলা হয়েছে, ভারত প্রয়োজনে কোনও দেশের অংশ বা গোটা দেশকে দখল করতে পারে। (Our Constitution, by Subhash C.Kashyap, National Book Trust, India, Fourth Revised Edidion 2005, Page 60.)

'সিকিম' ছিল স্বাধীন, সার্বভৌম একটি দেশ। ১৯৭৫ সালে ২৬ এপ্রিল ভারতীয় সংবিধানের ৩৮ তম সংশোধনীর মাধ্যমে সিকিম ভারতের অংশ হয়ে গেল। এরপরও কি আমরা 'স্বাধীনতার পূজারী' ভারতীয়রা ভারতের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকে পাল্টাতে সংবিধান পাল্টাবার প্রয়োজন মনে করছি?

পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি তুলেছেন দার্জিলিং জেলার গোর্খারা। সেই দাবির বিরুদ্ধে মিডিয়াগুলো এককাট্টা। ''এটা দেশকে টুকরো করার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন''—এভাবেই চিহ্নিত করা হয়েছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার আন্দোলনকে।

অথচ পৃথক রাজ্যের দাবিকে ভারতীয় সংবিধানের ৩নং ধারায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই বাংলাকে ভেঙে অসম হয়েছে। অসম কে ভেঙে নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, অরুণাচল হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ ভেঙে উত্তরাঞ্চল রাজ্য হয়েছে, মধ্যপ্রদেশ ভেঙে ছত্রিশগড়, বিহার ভেঙে ঝাড়ঘন্ড। আজ যা তামিলনাড়ু ও অন্ধ্র, তা তো মহারাষ্ট্র ভেঙেই গড়ে উঠেছে।

কোনও রাজ্যের একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষ পৃথক রাজ্যের দাবি তুললে দেখা প্রয়োজন সেই রাজ্যের মানুষের ভাষা সংস্কৃতি মূলত রাজ্যটি থেকে পৃথক কিনা? পৃথক হলে তাদের যুক্তিসঙ্গত অধিকার আছে পৃথক রাজ্যের দাবি তোলার।

বাস্তবে ভারতকে 'মহান' করতে গেলে আমাদের ভারতবাসীদের 'মহান', 'নিরক্ষে' ও 'যুক্তিবাদী' হওয়াটা খুবই জরুরি।